দৈনিক সংবাদ

JUL 27 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের হিড়িক পড়েছে

রংপুর থেকে লিয়াকত আলী বাদল ঃ প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ উপেক্ষা করে রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসায় ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের হিড়িক পড়েছে। স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে ৭ থেকে ১০ দিনের সময় দিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জনপ্রতি ডোনেশনের নামে অর্থ আদায় করে প্রহসনের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৮ জেলার জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিনই চলছে শিক্ষক নিয়োগের নামে প্রহসন। প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এ নিয়োগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হচ্ছে। শুধুমাত্র ডোনেশন দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিরা রাতারাতি শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সবনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, সারাদেশে পরীক্ষায় নকল বন্ধ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখীকরণ, শিক্ষক নিয়োগে মেধা ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক পিএসসি গঠন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সারাদেশে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনামা আসেনি সেই সুযোগে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৮ জেলায় শিক্ষক নিয়োগের হিড়িক শুরু পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলার শহরতলি ও উপজেলা পর্যায়ে কলেজগুলো ডিগ্রি কোর্স চালুর নামে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করেছে। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বিভিন্ন বিষয়ে ২০ থেকে ২৫ জন করে শিক্ষক নিয়োগের জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হচ্ছে। এ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্তারা এ সুযোগে টু পাইস কামিয়ে নিচ্ছেন। একইভাবে মাদ্রাসা ও স্কুলগুলোতে নতুন নতুন বিভাগ খুলে কম্পিউটার, ক্রীড়া, কারিগরি শিক্ষক নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা কমিটি তাদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের কাছে ডোনেশনের নামে আগাম লাখ লাখ টাকা গ্রহণ করে শিক্ষক নিয়োগ করছে। এ ক্ষেত্রে মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী যাদের ডোনেশন দেয়ার সামর্থ্য নেই তারা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার পরেও সুযোগ পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে রংপুরস্থ শিক্ষা বিভাগের আঞ্চলিক অফিসের এক কর্মকর্তা শুক্রবার 'সংবাদ'কে জানান, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসা রাজনৈতিক কারণে এমপিওভুক্ত হওয়ার পর ২০ ছাত্রছাত্রী না থাকলেও তারা ডিগ্রি বিভাগ খুলে শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের দিক নির্দেশনা না থাকায় কিছু করা যাচ্ছে না। ফলে ডোনেশন দিয়ে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছে, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে।